যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বগুড়া।

৯৯তম নিয়মিত ব্যাচ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সেশন-১৪

হাঁস-মুরগির ভাইরাসজনিত রোগসমূহ

কৃষিবিদ এ কে এম লতিফুল বারী

রানীক্ষেত রোগঃ *এর প্রচলিত নাম চুনা পায়খানা।*

কারণঃ নিউকাসটল ডিজিস ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়।

বিস্তার

- রোগাক্রান্ত মুরগীর লালা, কফ, পায়খানা ইত্যাদির মাধ্যমে।
- বাতাসের ধুলিকণার মাধ্যমে।
- মানুষের কাপড় চোপড়, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদির মাধ্যমে।

রোগ লক্ষণঃ

- ❖ সাদা চুনের মত পায়খানা করে।
- ❖ শ্বাস কষ্ট হয়, হাঁ করে শ্বাস নেয়।
- ❖ মৃত্যুর হার ৫০% বা তার বেশী হয়।
- ❖ ঠোঁট ও বুক মাটিতে লাগিয়ে বসে থাকে।
- ❖ ঘাড় বেঁকে যায়।

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- ○ প্রোভ্যান্টিকুলাসে রক্তক্ষরণ হয়, অনেক সময় ছোট ছোট ক্ষত দেয়া যায়।
- ○ অন্ত্রে রক্ষ ক্ষরণ দেখা যায়।
- ○ পিত্তথলি ও হৃদপিন্ডে পচন দেখা যায়।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ ব্যাকটিট্যাব পাউডার ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ অ্যালকুয়ারজিম ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩ থেকে ৫দিন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- ❖ মুরগিকে নিয়মিত রাণীক্ষেত রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ❖ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

গামবোরো রোগঃ

সাধারনত ৩-৯ সপ্তাহ বয়সের মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

কারণঃ

‘‘ইনফেকশাস বার্সল ডিজিজ’’ ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়।

লক্ষণঃ

- চামড়ার নিচে কালো কালো রক্তের দাগ দেখা যায়।
- মৃত্যুর হার ৩০% বা তার বেশী হতে পারে।
- পায়খানা ঘোলাটে ময়লাযুক্ত পাতলা পায়খানা দেখা যায়। পায়খানার সাথে সামান্য রক্ত আসতে পারে।

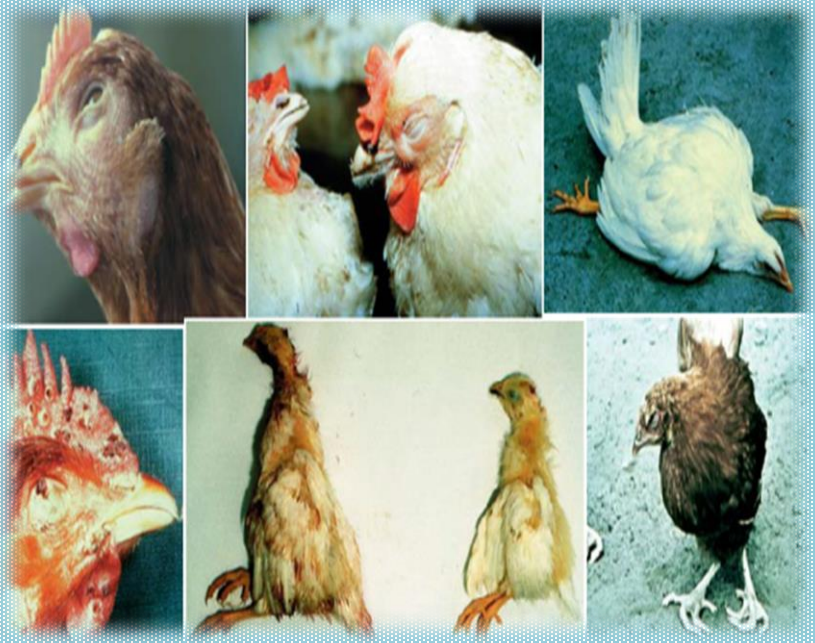

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- বার্সা ফেব্রিসিয়াস ফুলে যায়, এতে রক্ত ও পুঁজ দেখা যেতে পারে। অনেক সময় বার্সা শক্ত হয়ে যায়।
- দু পায়ের রান এবং বুকের মাংসে রক্তক্ষরণ দেখা যায়।
- গিলা (গীজার্ড) ও প্রোভেন্টিকুলাসের পর্দায় রক্তক্ষরণ ঘটে।

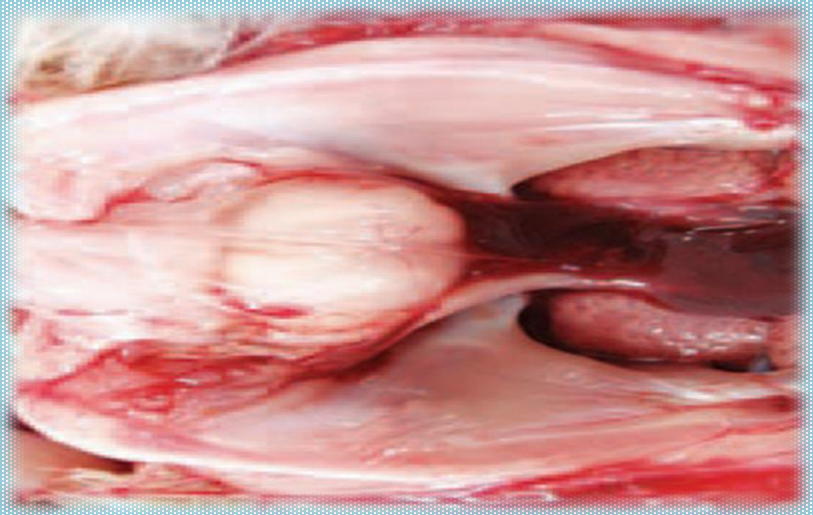

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ **এনরোসিনঃ** প্রতি লিটার খাবার পানিতে ০.৫ মিলি. মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **রেনালাইট স্যালাইনঃ** ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **ভিনেগারঃ** ১০ সিসি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পর পর ৫ দিন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- ❖ মুরগিকে নিয়মিত গামবোরো রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ❖ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ফাউল পক্সঃ

কারণঃ এভিয়ান পক্স ভাইরাস দ্বারা রোগটি হয়।

লক্ষণঃ

- চামড়া ছোট ছোট ঘাঁ দেখা যায়।
- চোখের পাতা ঘাঁ দেখা যায়।
- মৃত্যুর হার ১০%।

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- শ্বাস নালীতে ঘাঁ দেখা যায়।
- অন্ত্রে ঘাঁ দেখা যায়।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ ব্যাকটিট্যাব পাউডার ১ গ্রাম ১ লিটার খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ ভিটামিন সি ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ পটাস অথবা সেভলন মিশ্রিত পানি দ্বারা বসন্তের গুটি দিনে ৩-৪ বার পরিস্কার করতে হবে।
- ✓ নেভানল মলম ক্ষত স্থানে ৩-৪ বার লাগাতে হবে।

মারেক্স রোগঃ এর অপর নাম ফাউল প্যারালাইসিস।

কারণঃ মারেক্স ডিজিজ ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়।

লক্ষণঃ

- পা ঠিকমতো হাটতে পারে না এবং পরে প্যারালাইসিস হয়ে যায়।
- ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়।
- মাথা উঁচু করে রাখতে পারে না।
- খাদ্য থলি বড় হয়ে যায়।

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- পায়ের রগ ফুলে যায় এবং শক্ত গোটা দেখা যায়।
- ডিম্বাশয় ও পেটে টিউমার দেখা যায়।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ ব্যাকটিট্যাব পাউডার ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ অ্যালকুয়ারজিম ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩ থেকে ৫দিন খাওয়াতে হবে।

ধন্যবাদ